UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY & SCIENCES (UITS)
CONVOCATION - 2014

News Clipping

Following Media has covered the News

Live Telecast of UITS 2nd Convocation in Bangladesh Television & BTV World along with 6 other private TV Channels

Electronics Media

- ATN Bangla
- ATN News
- Channel – i
- NTV
- BTV & BTV World
- Banglavision
- Ekushey Television
- RTV
- Desh TV
- Massranga Television
- Independent Television
- Somoy Television
- Ekattor Television
- Channel – 24
- My Television
- S.A. Television
- Boishakhi Television
- Asian Television
- Bijoy Television

➢ More than 4 Online Newspapers has covered the News

➢ Special Story on the arrival His Excellency's Incoming day – ATN Bangla

➢ Special Program – ATN News

□ **Radio-**

Bangladesh Bater, Radio Foorty & ABC Radio has Broadcasted Live Program & Special News

Print Media

- Prothom Alo
- Bangladesh Protidin
- Amader Shomoy
- The Daily Star
- Daily the Independent
- Daily New Nation
- Daily Observer
- Daily New Age
- Daily Sun
- The Financial Express
- The Dhaka Tribune
- Daily Ittefaq
- Daily Somokal
- Daily Nayadiganto
- Daily Janakantha
- Daily Vorer Kagach
- Daily Jai Jai Din
- Daily Alokito Bangladesh
- Daily Kaler Kantha
- Daily Jogantor
- Daily Shongbad
- Daily Shokaler Khobor
- Daily Bartaman
- Daily Manabjamin
- Daily Amader Arthaniti
- Daily Bonik Barta
- Daily Manabkantha
- Daily Arthanithi Pratidin
- Daily Dinkal

17 March 2014

- Daily Bangladesh Pratidin
- Daily Amader Somoy

প্রথম আলো

রোববার ঢাকা, ১৬ মার্চ ২০১৪, ২ চৈত্র ১৪২০, ১৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫, রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১৩১

Last Page

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দেন • ছবি : পিআইডি

ইউআইটিএসের সমাবর্তনের পর মাহাথির

স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের

কূটনৈতিক প্রতিবেদক •

দেশের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করাটা রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব বলে মনে করেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ।

গতকাল শনিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পর মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার আগে তিনি ইউআইটিএসের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে মাহাথির মোহাম্মদ বক্তব্য দেন।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করে মাহাথির বলেন, একটি দেশের উন্নয়নের জন্য পূর্বশর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশি বিনিয়োগ নির্ভর করে। তাই স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব।

গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন ও ফলাফল বর্জন কোনো সমাধান নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্যও কল্যাণকর নয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই নিজস্ব অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা উচিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান : এদিকে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে মাহাথির মোহাম্মদ মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থে আধুনিক ও তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রপতি ও ইউআইটিএসের আচার্য মো. আবদুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া ইউআইটিএসের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কে এম সাইফুল ইসলাম খান বক্তব্য দেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রশংসা করলেন মাহাথির

প্রথম আলো ডেস্ক •

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন, বিশেষ করে অবকাঠামোর উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মাহাথির এ মন্তব্য করেন। খবর বাসসের।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মাহবুবুল হক শাকিল সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার শুধু রাজধানীর উন্নয়নেই নয়, দেশের সব অঞ্চলের উন্নয়নে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, শহর এলাকায় গ্রামের মানুষের অভিবাসন বন্ধ করতে তাঁর সরকার গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবদুস সোবহান সিকদার, মালয়েশীয় দূত নরলিন ওসমান উপস্থিত ছিলেন।

মাহাথির বিন মোহাম্মদ ও তাঁর পত্নী সিতি হাসমাদ বিনতে মোহাম্মদ

প্রকাশনার ৬৩ বছর

সংবাদ

ঢাকা
রোববার
২ চৈত্র ১৪২০
১৬ মার্চ ২০১৪
মূল্য ৮ টাকা

Last Page

গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ –পিআইডি

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতির আহ্বান

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এ জন্য স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ধনী পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়, এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদানকালে এ কথা বলেন। বাসস।

অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহম্মদের উপস্থিতি। তিনি সমাবর্তন বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার ব্যক্তিগত ভালোবাসা আছে বলেই তিনি এখানে এসেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভালো ফলাফলের জন্য স্বর্ণ পদক গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি গ্রাজুয়েটদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদের সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দরিদ্র : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

দরিদ্র : মেধাবী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতি গঠনের প্রথম সিঁড়ি হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানে শুধু এই নয় যে, অর্থ ও সামাজিক উন্নয়ন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং সবকিছুর উর্ধ্বে দেশপ্রেমকে গুরুত্ব দিতে হবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর আবদুল হামিদ বলেন, মানসম্মত শিক্ষা সময়ের দাবি। চাকরির বাজার অনুযায়ী শিক্ষা পাঠ্যসূচি সাজানো দরকার।

রাষ্ট্রপতি শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-বিনোদনের সংমিশ্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষায় অবশ্যই জনগোষ্ঠীর প্রতি ভালোবাসা, মানবিকতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক কৌশল থাকতে হবে।

তিনি বলেন, 'সৃষ্টিশীল ও আলোকিত মানুষ তৈরি হয় এমন শিক্ষাই আমাদের দরকার, সার্টিফিকেট নির্ভর অথবা পাঠ্যপুস্তক পড়ুয়া ও গাইড বই মুখস্থ করা বিদ্যা নয়।' শিক্ষা বিশ্ব জ্ঞানলোকের প্রবেশের চাবি হবে- এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'আমি আশা করছি শিক্ষা হবে অন্ধকার ও কুসংস্কারের তালাবদ্ধ কক্ষের খোলা জানালা।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রয়োজন এমন এক শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদের সকল কুসংস্কার, সংকীর্ণতা ও মৌলবাদের মূলোৎপাটনের শিক্ষা দেবে। পাশাপাশি সকল বৈষম্য নিরসনে নানা বর্ণের মানুষের মধ্যে ঐক্যের ওপর জোর দিতে হবে শিক্ষায়। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য প্রদর্শন করেছে। যেখানে ২০০৫ সালে উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে শিক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ ৫ হাজার সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যা ২২ লাখেরও বেশি। তিনি বলেন, '৭-৮ বছরে উচ্চ শিক্ষার হার দ্বিগুণ করার নজির বিশ্বে বিরল।'

দেশে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বিশ্বের ৪র্থ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জ্ঞান ও যোগ্যতায় আমরা যদি এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সক্ষম হই তা হলে খুব শীঘ্রই আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছা দেশের পক্ষে যে কোনভাবেই সম্ভব হবে।' সরকার উচ্চ শিক্ষার উন্নতির দিকে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাসে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউআইটিএস বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং ভিসি ড. মোহাম্মদ সামাদ বক্তৃতা করেন।

First Page

সমকাল

১৬ মার্চ ২০১৪ ২ চৈত্র ১৪২০ রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শনিবার ঢাকায় গণভবনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ সাক্ষাৎ করেন » পিআইডি

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযৌক্তিক ধর্মঘট কাম্য নয় : মাহাথির

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

রাজপথে বিক্ষোভ করে সরকার হঠানোর সিদ্ধান্ত সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মোহাম্মদ। তিনি বলেছেন, রাজপথে বিক্ষোভ করে সরকার সরিয়ে ক্ষমতায় গেলে তাদেরও একই পরিণতি ভোগ করতে হয়। সফল এই সরকারপ্রধান মনে করেন, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীল পরিবেশ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযৌক্তিক ধর্মঘট কাম্য নয়। তিনি গতকাল শনিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি দু'দিনের সফরে গতকাল ঢাকায় আসেন। রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই সমাবর্তনে বক্তব্য রাখার পর তিনি সেখানে সংবাদ সম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন।

উন্নয়নের জন্য চাই স্থিতিশীল পরিবেশ

বাংলাদেশে গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন সম্পর্কে অভিমত জানতে চাইলে মালয়েশিয়ার সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনে কেউ জয়ী হবে, কেউ পরাজিত হবে। এটাকে মেনে নিতে হবে। যারা নির্বাচনে জয়ী হয় না তাদের পাঁচ বছর আরেকটি নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এতে করে দেশ বিজয়ী হবে, দল নয়। মাহাথির মোহাম্মদ গণতন্ত্রের নামে রাজপথে বিক্ষোভ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রভাব কাজ করে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'রাজপথে বিক্ষোভ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তোলার নাম গণতন্ত্র নয়। মিসর, থাইল্যান্ড, ইউক্রেনসহ বিভিন্ন দেশে এভাবে রাজপথে বিক্ষোভ হচ্ছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এশিয়ার মুসলমানদের একতাবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন। মালয়েশিয়ার উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব হলো জানতে চাইলে দেশটির রূপকার মাহাথির বলেন, 'কোনো দেশের উন্নতি করতে হলে তার পেছনে কাউকে না কাউকে সমর্থন দিতে হবে। আমার ক্ষেত্রে সুবিধা ছিল যে, আমি প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছি। এটাই ছিল আমার পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন'। উন্নয়নের নামে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কার্যক্রমকে 'সন্দেহজনক' হিসেবে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রশ্নের জবাবে মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, মালয়েশিয়ায় ৩০ লাখ বিদেশি কর্মী রয়েছেন। তাদের কেউ কেউ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তিনি অবশ্য বলেন, বাংলাদেশের কর্মীদের নিয়ে তার দেশে বড় কোনো সমস্যা নেই। মূল সমস্যা প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার কর্মীদের নিয়ে।

মালয়েশিয়ায় পর্যটন খাতের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে মাহাথির বলেন, পর্যটন খাতে উন্নয়ন করতে হলে পর্যটকদের জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তিনি বলেন, 'আমি পশ্চিমের দিকে না তাকিয়ে পূর্বের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি দেখেছি কোরিয়া কীভাবে উন্নতি করেছে। তারা বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে। বিদেশি বিনিয়োগের জন্য চাই স্থিতিশীল পরিবেশ। অস্থির দেশে কেউ বিনিয়োগ করে না। রাজপথের বিক্ষোভ উন্নত দেশের উন্নয়নও থামিয়ে দেয়।' মাহাথিরের জন্ম চট্টগ্রামে বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি হেসে বলেন, 'আমার জন্ম চট্টগ্রামে নয়, থাইল্যান্ডের একটি প্রদেশে।'

সমাবর্তনে মাহাথির যা বলেন : ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের দ্বিতীয় সমাবর্তনে মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবে মুসলিম উম্মাহ নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারছে না। তিনি বলেন, মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে দরকার রকেট, ফাইটার প্লেন, সাবমেরিন। এগুলো তৈরি করতে দরকার প্রযুক্তিগত জ্ঞান। আজকে মুসলিম বিশ্বে বিদেশিরা দখলদারিত্ব করছে। মুসলিম জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মুসলমানদের হাতে আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্র নেই। এসব অস্ত্র তৈরির কোনো সামর্থ্যও নেই।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইউআইটিএস আচার্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সামাজিক ও কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, সর্বোপরি গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউআইটিএস উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান

কারও তাঁবেদারি করে না

মানবজমিন

রোববার
১৬ই মার্চ ২০১৪
www.mzamin.com
পৃষ্ঠা ৩

First Page.

ভোটেই সমাধান খোঁজা উত্তম

কূটনৈতিক রিপোর্টার: গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির কড়া সমালোচনা করলেও বিদ্যমান ব্যবস্থাতেই যে কোন রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান খোঁজার পরামর্শ দিলেন আধুনিক মালয়েশিয়ার *পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩*

ভোটেই সমাধান খোঁজা উত্তম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রূপকার ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মহাথির মোহাম্মদ। তার মতে, রাজপথে আন্দোলনের চেয়ে ভোটেই সমাধান খোঁজা উত্তম। উন্নয়নশীল দেশের গণতন্ত্র পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত মন্তব্য করে তিনি বলেন, যদিও ব্যবস্থাটি ভাল, তারপরও ইদানীং এটি দিকশূন্য হয়ে পড়েছে। মিশর, থাইল্যান্ড ও ইউক্রেনের প্রসঙ্গ টেনে টানা ২২ বছর মালয়েশিয়া শাসন করা এই নেতা বলেন, রাজপথে আন্দোলন হলে গোটা দেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শাসক দল অস্বস্তিতে পড়ে। একই অবস্থা হয় যখন আন্দোলনকারীরা ক্ষমতায় যায়। তাদের বিরুদ্ধেও একই রকম আন্দোলন হয়। এভাবে পাল্টাপাল্টি হলে কার্যত কোন সরকারই কাজ করতে পারে না। জনগণ যে রায় দেয়, যাকে ক্ষমতায় আসীন করে সেটি সব পক্ষকে মেনে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বয়কট কিংবা ফল প্রত্যাখ্যান কোন সমাধান নয়। সার্বিক বিষয়ে প্রশ্ন তোলাও সমীচীন নয়। এটি করা হলে কোন ব্যবস্থাই কাজ করে না। একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। যা কারও কাম্য নয়। দু'দিনের সফরে গতকাল সকালে ঢাকায় আসা মহাথির বিকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর দ্বিতীয় সমাবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষে সাইড লাইনে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। সেখানে এক প্রশ্নের জবাবে মহাথির বলেন, যে কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্থিতিশীলতা। এটি বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদেশী বিনিয়োগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাচন বর্জন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন বয়কট বা ফল প্রত্যাখ্যান কোন সমাধান নয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখার তাগিদ দেন তিনি। একই সঙ্গে যে কোন অবস্থাতে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা এবং বিরোধী পক্ষের প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রদর্শনেরও পরামর্শ দেন তিনি। এর আগে প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন ড. মহাথির। সেখানে তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারও মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে। এ জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সবাইকে ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে প্রেসিডেন্টের আহ্বান: এদিকে সমাবর্তনে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এ জন্য স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট ধনী পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়, এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মহাথিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানান। প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার ব্যক্তিগত ভালবাসা আছে বলেই তিনি এখানে এসেছেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ, ইউআইটিএস ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ৬০০০ শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া, ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভাল ফলাফলের জন্য স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট গ্র্যাজুয়েটদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতি গঠনের প্রথম সিঁড়ি শিক্ষা। শিক্ষামানে শুধু এই নয় যে, অর্থ ও সামাজিক উন্নয়ন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং সব কিছুর উর্ধ্বে দেশপ্রেমকে গুরুত্ব দিতে হবে।

First Page.

রবিবার
ঢাকা ১৬ মার্চ ২০১৪ ২ চৈত্র ১৪২০ ১৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫
রেজি নং- ডিএ ৬২২৯ বর্ষ-১ সংখ্যা ২৮৯
দৈনিক বর্তমান The Daily Bartoman
আমরা সত্যের অনুসারী

নির্বাচন বর্জন সমাধান নয়

দলগুলোকে সহনশীল হওয়ার পরামর্শ মাহাথিরের

বর্তমান প্রতিবেদক

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাহাথির মোহাম্মদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, যে কোনো দেশের উন্নতির জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন। রাজপথে বিক্ষেভের মাধ্যমে কোনো দেশ উন্নতি করতে পারে না।

গতকাল শনিবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস)' সমাবর্তনে যোগদানের পর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, কোনো দেশের উন্নতি করার জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন। একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশি বিনিয়োগ নির্ভর করে। বিদেশি

■ এরপর পৃষ্ঠা ১১ : ক : ২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিনিয়োগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হবে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোরই দায়িত্ব স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশিদের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। কোনো নির্বাচনেই সব পক্ষ জয়ী হয় না -একথা উল্লেখ করে, মাহাথির বলেন, যে কোনো নির্বাচনেই একপক্ষ জয়ী হয় এবং আরেক পক্ষ পরাজিত হয়। যারা নির্বাচনে পরাজিত হয় তাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাজপথে বিক্ষোভের মাধ্যমে কোনো দেশ উন্নতি করতে পারে না। তিনি আরো বলেন, রাজপথে বিক্ষোভ করে কোনো সরকারকে সরিয়ে যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হবে।

বিএনপির জাতীয় নির্বাচন বর্জন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন ও ফল বর্জন কোনো সমাধান নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্যও কল্যাণকর নয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা উচিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

মুসলিম জাতি গঠনে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে : সংবাদ সম্মেলনের আগে মাহাথির মোহাম্মদ ইউআইটিএসের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মানবতার কল্যাণে মুসলিম জাতি গঠনে এগিয়ে আসতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানিয়ে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ বলেন, মুসলিম উম্মাহকে, তার আত্মরক্ষার জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হবে। তাহলেই কাঙ্খিত উন্নতি করা যাবে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল শনিবার দুপুরে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম সমাবর্তন ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। সেবার ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবুল কালাম সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের বিশ্বজয়ের কোনো লক্ষ্য নেই, কিন্তু আমাদের মুসলিম জাতি ও নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার আছে, বর্তমানে আমরা নির্যাতনের শিকার, অনেক নন মুসলিম দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ সময় আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জ্ঞানের এবং তার মাধ্যমেই আমরা আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব। দুদিনের বেসরকারি সফরে শনিবার সকালে ঢাকায় আসেন মাহাথির মোহাম্মদ। আজ রবিবার ঢাকা ত্যাগ করবেন তিনি। ইউআইটিএস ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পিএসইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে মাহাথির মোহাম্মদকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আনা হয়েছে। এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা আদর্শ জীবন গড়তে নানা দিক নির্দেশনা পাবেন।

ইউআইটিএসের স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুল অব বিজনেস, স্কুল অব লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের অধীনে ১০টি বিভাগে ১৭টি ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে। বর্তমানে ৯ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। ইউআইটিএসের দ্বিতীয় সমাবর্তনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৬ জন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক দেয়া হবে। বাকি শিক্ষার্থীদের অন্যান্য

First Page

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার ২ চৈত্র ১৪২০
১৬ মার্চ ২০১৪

রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউ আই টি এস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দেন -পিআইডি

মুসলিম উম্মাহকে আবার বিশ্বের নেতৃত্ব নিতে হবে

ইউআইটিএস-এর সমাবর্তনে মাহাথির মোহাম্মদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য স্কলারশীপের সংখ্যা বাড়াতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ধনী পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়, সে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস'র (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ সমাবর্তন বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার ব্যক্তিগত ভালোবাসা আছে বলেই তিনি এখানে এসেছেন।

রাষ্ট্রপতি গ্রাজুয়েটদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর আব্দুল হামিদ বলেন, মানসম্মত শিক্ষা সময়ের দাবি। চাকরির বাজার অনুযায়ী শিক্ষা পাঠ্যসূচি সাজানো দরকার। তিনি বলেন, 'সৃষ্টিশীল ও আলোকিত মানুষ তৈরি হয় এমন শিক্ষাই আমাদের দরকার, সার্টিফিকেট নির্ভর অথবা পাঠ্যপুস্তক পড়ুয়া ও গাইড বই মুখস্ত করা বিদ্যা নয়।

ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারও মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে। এজন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ১৬ মার্চ ২০১৪। ২ চৈত্র ১৪২০

First Page

ছবি : পিআইডি

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ চ্যান্সেলর হিসেবে গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করলেন মাহাথির মোহাম্মদ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন, বিশেষ করে অবকাঠামোর উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসে মাহাথির এ মন্তব্য করেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মাহবুবুল হক শাকিল সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

বৈঠকে অন্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবদুস সোবহান সিকদার, পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হক ও মালয়েশীয় দূত নরলিন ওসমান উপস্থিত ছিলেন।

ড. মাহাথির ও তাঁর পত্নী ড. সিতি হাসমাদ বিনতে মোহাম্মদ আলীর সম্মানে প্রধানমন্ত্রী গণভবনে নৈশ ভোজের আয়োজন করেন।

দৈনিক
জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন The Daily Janakantha
ঢাকা ॥ রবিবার ২ চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ

Last Page.

প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ভালবাসা আছে বলেই তিনি এখানে এসেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ৬ শিক্ষার্থী তাদের ভাল ফলের জন্য স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি গ্রাজুয়েটদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে।

রাষ্ট্রপতি শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-বিনোদনের সংমিশ্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষায় অবশ্যই জনগোষ্ঠীর প্রতি ভালবাসা, মানবিকতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক কৌশল থাকতে হবে। তিনি বলেন, 'সৃষ্টিশীল ও আলোকিত মানুষ তৈরি হয় এমন শিক্ষাই আমাদের দরকার, সার্টিফিকেটনির্ভর অথবা পাঠ্যপুস্তক পড়ুয়া ও গাইড বই মুখস্থ করা বিদ্যা নয়।'

সরকার উচ্চ শিক্ষার উন্নতির দিকে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাসে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও ভিসি ড. মোহাম্মদ সামাদ বক্তৃতা করেন।

দরিদ্র ও

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

মাহাথির বিন মোহম্মদের উপস্থিতি। তিনি সমাবর্তন বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথিরের

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস-এর সমাবর্তনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দেন

দরিদ্র ও মেধাবীদের উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ সৃষ্টি করুন

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এ জন্য স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়াতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ধনী পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়, এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। খবর বাসসর।

রাষ্ট্রপতি শনিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়

ইউআইটিএস-এর সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদানকালে এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড.

(১৯ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

দেশ জেগেছে যমুনার ... প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Sunday ■ 16 March 2014

First Page

উন্নয়নের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : মাহাথির

যাযাদি রিপোর্ট

দেশের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ।

শনিবার বিকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি ?অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস'র দ্বিতীয় সমাবর্তনে ভাষণ শেষে আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, একটি দেশের উন্নয়নের জন্য পূর্ব শর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশি বিনিয়োগ নির্ভর করে। বিদেশি বিনিয়াগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হবে।

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ

এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোরই দায়িত্ব স্থিতিশীলতা বজায় রে... বিনিয়োগ?বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন বর্জন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন ও ফলাফল বর্জন কোনো সমাধান নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্যও কল্যাণকর নয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়ার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা উচিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া মানবতার কল্যাণে মুসলিম জাতি গঠনে এগিয়ে আসতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান মাহাথির : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

মাহাথির : রাজনৈতিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ। ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ তার বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের বিশ্বজয়ের কোনো লক্ষ্য নেই, কিন্তু আমাদের মুসলিম জাতি ও নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার আছে, বর্তমানে আমরা নির্যাতনের শিকার, অনেক নন মুসলিম দেশ থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'এ সময় আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জ্ঞানের এবং তার মাধ্যমেই আমরা আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব।'

এরআগে, সমাবর্তন ভাষণে ড. মাহাথির বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারো মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে।

এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাবেক মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যেতে হবে।

রোববার ১৬ মার্চ ২০১৪
২ চৈত্র ১৪২০
১৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

১২ | মানবকণ্ঠ

আমাদের ভাষা গণমানুষের

www.manobkantha.com

Page- Last

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস ইউনিভার্সিটির ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথির মোহাম্মদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন —ফোকাস বাংলা

উন্নয়নের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : ড. মাহাথির মোহাম্মদ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, যে কোনো দেশের উন্নতির জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন। রাজনৈতিক অনৈক্য ও অস্থিতিশীলতা থাকলে অমিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অগ্রগতি সম্ভব হয় নয়। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) সমাবর্তনে যোগদান শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউআইটিএসের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ ও উপ-উপাচার্য ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান। মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, কোনো দেশের উন্নতি করার জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন। রাজপথে বিক্ষোভের মাধ্যমে কোনো দেশ উন্নতি করতে পারে না। তার মতে, রাজপথে বিক্ষোভ করে কোনো সরকারকে সরানো হলে পরে যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হবে। কোনো নির্বাচনেই সব পক্ষ জয়ী হয় না, এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে কোনো নির্বাচনেই একপক্ষ জয়ী হয় এবং আরেক পক্ষ পরাজিত পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

উন্নয়নের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়। যারা নির্বাচনে পরাজিত হয় তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ইউআইটিএসের দ্বিতীয় সমাবর্তন বক্তার বক্তব্যে গণতান্ত্রিকভাবে এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ মুসলিম উম্মাহকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। তা না হলে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষাবৃত্তি বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেবল উচ্চবিত্তদের সুযোগ থাকলে হবে না সেখানে গরিব মেধাবীদেরও পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে তিনি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার ব্যক্তিগত ভালোবাসা আছে বলেই তিনি এখানে এসেছেন। রাষ্ট্রপতি গ্র্যাজুয়েটদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদের সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে। জাতি গঠনের প্রথম সিঁড়ি হলো শিক্ষা— এমন মন্তব্য করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের একটি ব্যতিক্রমধর্মী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইউআইটিএসের এটি দ্বিতীয় সমাবর্তন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৬ কৃতী শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এ ছাড়া স্নাতক পর্যায়ে ৩ হাজার ৬৮৬ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট ২ হাজার ৩৯৫ জনকে সনদ প্রদান করা হয়।

রোববার ১৬ মার্চ ২০১৪ || অর্থনীতি প্রতিদিন

First page

কোনো দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীলতা : মাহাথির

■ অর্থনীতি প্রতিবেদক

যে কোনো দেশের উন্নতির জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন বলে মনে করেন আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ।

গতকাল শনিবার ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) সমাবর্তনে যোগদানের পর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, 'কোনো দেশের উন্নতির জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন। রাজপথে বিক্ষোভের মাধ্যমে কোনো দেশ উন্নতি করতে পারে না।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'রাজপথে বিক্ষোভ করে কোনো সরকারকে সরানো হলে যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হবে।'

কোনো নির্বাচনেই সব পক্ষ জয়ী হয় না– এ কথা উল্লেখ করে মাহাথির বলেন, 'যে কোনো নির্বাচনেই একপক্ষ জয়ী হয় এবং আরেকপক্ষ পরাজিত হয়। যারা নির্বাচনে পরাজিত হয় তাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

এর আগে মাহাথির মোহাম্মদ ইউআইটিএসের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, 'মুসলিম উম্মাহকে তার আত্মরক্ষার জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করা যাবে।'

দুদিনের বেসরকারি সফরে গতকাল শনিবার সকালে ঢাকায় আসেন মাহাথির মোহাম্মদ।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানের পর অপরাহ্নে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে তার। তারপর মাহাথিরকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করবেন শেখ হাসিনা। আজ রোববার ঢাকা ত্যাগ করবেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গতকাল ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দেন -পিআইডি

দৈনিক
দিনকাল
THE DAILY DINKAL
দেশ ও জনগণের কথা বলে
ঢাকা রবিবার ০২ চৈত্র ১৪২০
Sunday 16 March 2014

Last Page.

বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব : মাহাথির মোহাম্মদ

দিনকাল রিপোর্ট

দেশের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ। গতকাল শনিবার বিকালে রাজধানীর > পৃ ৭ ক ১>

বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি

শেষ পাতার পর

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস'র দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণ শেষে আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, একটি দেশের উন্নয়নের জন্য পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর করে। বিদেশী বিনিয়াগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশি-ষ্ট দেশের উন্নয়ন হবে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোরই দায়িত্ব স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। এর আগে সমাবর্তন ভাষণে ড. মাহাথির বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারও মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাবেক মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যেতে হবে।

www.shokalerkhabor.com
সকালের খবর
ঢাকা : রোববার ১৬ মার্চ ২০১৪

Last Page.

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ —পিআইডি

উন্নয়নের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : মাহাথির

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। এর ওপর বিদেশি বিনিয়োগ নির্ভর করে। তাই এটি বজায় রেখে বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব। আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণ শেষে আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস'-এ এসব কথা বলেন। বিএনপির সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন বর্জন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. মাহাথির বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

উন্নয়নের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) 'নির্বাচন ও ফলাফল বর্জন কোনো সমাধান নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্যও কল্যাণকর নয়। দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়া দরকার। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা উচিত।'

সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারও মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যেতে হবে।

ইউআইটিএসের দ্বিতীয় সমাবর্তনে অংশ নিতেই ড. মাহাথির দু'দিনের সফরে গতকাল একটি বিশেষ বিমানে সকাল সোয়া ১০টায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। তাকে অভ্যর্থনা জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অনুবিভাগের মহাপরিচালক আবু জাফরসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এ সময় ইউআইটিএসের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ উপস্থিত ছিলেন। আজ রোববার সকালে ড. মাহাথির মোহাম্মদের কুয়ালালামপুরের পথে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড ও পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সহ-উপাচার্য ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান, রেজিস্ট্রার ড. আবদুল্লাহ মামুন চৌধুরীসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের সময়
রোববার ১৬ মার্চ ২০১৪ ■ ২ চৈত্র ১৪২০

First Page

ইউআইটিএসের সমাবর্তনে ডা. মাহাথির

গণতন্ত্রে নির্বাচন বয়কট কোনও সমাধান নয়

বিশেষ প্রতিনিধি ●

গণতন্ত্রে নির্বাচন বয়কট কিংবা ফলাফল বর্জন কোনও সমাধান নয় বলে মন্তব্য করেছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির বিন মোহাম্মদ। তিনি বলেন, নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনই ঘটাতে হবে। জেতাতে হবে দেশকে। আমরা সংসদের আলোচ্যবিষয়কে রাস্তায় টেনে নিতে পারি না। গতকাল শনিবার ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নির্ধারিত বক্তৃতার পর এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৫

গণতন্ত্রে নির্বাচন বয়কট কোনও সমাধান নয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ডা. মাহাথির মিট দ্য প্রেসে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

মাহাথির বিন মোহাম্মদ বলেন, বাংলাদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে রাজনীতি কোন পথে যাবে। রাজপথে বিক্ষোভের মাধ্যমে কোনও দেশ উন্নতি করতে পারে না।

মালয়েশিয়ার সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবার ৫ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে না গিয়ে ভুল করেছে কি না? উত্তরে স্মিত হেসে ডা. মাহাথির কোনও দলের নাম উচ্চারণ না করে বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের মধ্যে ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাবই বেশি। কেউ হারবে, কেউ জিতবে, এটাই নিয়ম। এর বাইরে কিছু নেই।

ডা. মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, যে-কোনও দেশের উন্নতির জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন। রাজনৈতিক অনৈক্য ও অস্থিতিশীলতা থাকলে অমিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অগ্রগতি সম্ভব হয় না। ডা. মাহাথির বলেন, রাজপথে বিক্ষোভ করে কোনও সরকারকে সরানো হলে যারা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় যাবে, তাদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হবে। কোনও নির্বাচনেই সব পক্ষ জয়ী হয় না। যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়, তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার পরও বাংলাদেশিরা কেন তার দেশে গিয়ে ভোগান্তি ও প্রতারণার শিকার হয়? একজন সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে ডা. মাহাথির বলেন, দেখুন, পৃথিবীর সব দেশেই ভালো ও মন্দ লোক আছে। মালয়েশিয়ায় তারপরও ৩০ লাখ বিদেশি কাজ করছেন। আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে ইন্দোনেশীয় শ্রমিক নিয়েও, সরকার চেষ্টা করছে বিদেশি দক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের আরও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

পর্যটন খাত এখন মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত, তার নেতৃত্বেই পর্যটন খাতের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে ডা. মাহাথির বলেন, মূল চালিকাশক্তি হল স্থিতিশীল পরিবেশ ও আতিথেয়তা। এ দুটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই পর্যটকরা পছন্দসই স্থানে বেড়াতে চায়। মালয়েশিয়ার অপরূপ দৃশ্যাবলি, আতিথেয়তা ও স্থিতি অগণিত মানুষকে কাছে টানতে পেরেছে। আর কোনও মিরাকল এতে ছিল না। বাংলাদেশও তার ঐতিহ্য তুলে ধরে এ খাতে পর্যটক টানতে পারে।

এ সময় ইউআইটিএসের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান সূফী মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপাচার্য ডা. এম সামাদ, ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ মোহসিন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নয়া দিগন্ত
ঢাকা, রোববার ২ চৈত্র ১৪২০, ১৬ মার্চ ২০১৪

Last Page.

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস-এর সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ■ নয়া দিগন্ত

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম উম্মাহকেই বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে হবে মাহাথির

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ইউআইটিএসের সমাবর্তন ভাষণে উপস্থিত সদ্য গ্র্যাজুয়েট ও অতিথিদের উদ্দেশে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারো মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে। একটি জাতিকে আত্মরক্ষার জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করা যাবে।

এ জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাবেক মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী ■ *১৩ পৃ: ৪-এর কলামে*

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম উম্মাহকেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, আমাদের ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্ব বিগত ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে আছে। চলমান বিশ্বে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হলে মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি গভীরভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। বক্তব্য রাখেন ইউআইটিএসের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রোভিসি অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবর্তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি। সমাবর্তনে চ্যান্সেলর, ট্রাস্টি বোর্ড ও ভিসি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

দেশের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন ড. মাহাথির মোহাম্মদ।

শনিবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণ শেষে আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, একটি দেশের উন্নয়নের জন্য পূর্ব শর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর করে। বিদেশী বিনিয়োগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোরই দায়িত্ব স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্যের কথা শোনাতে গিয়ে জানান, তিনি ক্ষমতায় এসে পূর্বমুখী (লুকিং ইস্ট) নীতি গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়নের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হয়। উন্নয়নের জন্য একটা শক্তিশালী ভিত্তি নিয়ে তিনি সরকার গঠন করেন। মোট পাঁচটি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তার শক্তি।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে : রাষ্ট্রপতি

মাহাথির মোহাম্মদকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বলেন, আপনার উপস্থিতি আমাদের সম্মানিত করেছে। আমি মনে করি এই উপস্থিতি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছে।

শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষার্থীদের পেশাভিত্তিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। চাহিদাভিত্তিক ও কর্মনির্ভর শিক্ষা এ যুগে একান্তভাবে প্রয়োজন। দেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বিশ্বের চতুর্থ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, জ্ঞান ও যোগ্যতায় আমরা যদি এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সক্ষম হই তা হলে খুব শিগগিরই আর্থসামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছা দেশের পক্ষে যে কোনোভাবেই সম্ভব হবে।

ঢাকা ■ মার্চ ১৬, ২০১৪ । চৈত্র ২, ১৪২০ রোববার

বণিক বার্তা

First Page.

উন্নতির জন্য চাই স্থিতিশীল পরিস্থিতি

—মাহাথির মোহাম্মদ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ■

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, যেকোনো দেশের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। উন্নয়নের স্বার্থে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব। গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার মাহাথির বলেন, রাজপথে বিক্ষোভের মাধ্যমে কোনো দেশ উন্নতি করতে পারে না। একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর করে। আর বিদেশী বিনিয়োগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হবে।

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তনে যোগ দিতে গতকাল ঢাকায় আসেন মাহাথির মোহাম্মদ। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সমাবর্তন শেষে ওই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মাহাথির আরো বলেন, রাজপথে বিক্ষোভ করে কোনো সরকারকে সরানো হলে এরপর যারা ক্ষমতায় যাবে, তাদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হবে। কোনো নির্বাচনেই সব পক্ষ জয়ী হয় না উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেকোনো নির্বাচনেই একপক্ষ জয়ী হয় এবং আরেক পক্ষ পরাজিত হয়। যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়, তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সাম্প্রতিক জাতীয়

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

উন্নতির জন্য চাই

১ম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন বর্জন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন ও ফলাফল বর্জন কোনো সমাধান নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্যও কল্যাণকর নয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখা প্রয়োজন। রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়ার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা উচিত। এ সময় দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। এর আগে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে মাহাথির বলেন, 'মুসলিম উম্মাহকে তার আত্মরক্ষার জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করা যাবে। আমাদের ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যেতে হবে।'

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানের পর অপরাহ্নে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মাহাথির। প্রধানমন্ত্রী তাকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান। আজ তার ঢাকা ত্যাগ করার কথা।

Last Page.

দৈনিক
আজাদী
১৬ মার্চ রোববার ২০১৪ খ্রি. ২ চৈত্র ১৪২০ সাল

ইউআইটিএসের সমাবর্তনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ –পিআইডি

ঢাকায় ইউআইটিএসের সমাবর্তন

মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে : মাহাথির

বিদেশি শক্তিগুলোর কবল থেকে নিজেদের রক্ষায় মুসলিম বিশ্বকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মুহাম্মদ। খবর বিডিনিউজের।

তিনি বলেছেন, 'আমাদের (মুসলিম বিশ্ব) বিশ্ব জয় করার আকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু নিজেদের ও ধর্ম রক্ষার অধিকার আছে। মুসলমানরা তাদের রাষ্ট্র থেকে অ-মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? কারণ উন্নত মুসলিম সমাজ গড়তে যে জ্ঞান প্রয়োজন সেটা থেকে আমরা পিছিয়ে আছি'। 'যুদ্ধের ঘোড়া, তরবারি এবং তীর-ধনুক দিয়ে নিজেদের এখন রক্ষা করা যাবে না। আমাদের দরকার যুদ্ধ জাহাজ, রকেট, সাবমেরিন যেগুলোর জন্য দরকার প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান। জ্ঞানের এই শাখাগুলো অবহেলার কারণে মুসলিম বিশ্বকে রক্ষায় এসব অস্ত্র আমরা তৈরি করতে পারছি না'।

গতকাল শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) সমাবর্তনে এসব কথা বলেন তিনি। মাহাথির বলেন, 'আজ মুসলমানরা এবং মুসলিম দেশগুলো ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আছে। বিদেশি শক্তি এসব দেশগুলো দখল করে আছে। দেশগুলোর সাধারণ মানুষ হত্যা এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, মুসলিম রাষ্ট্র বলে দাবিদার ৫০টিরও বেশি রাষ্ট্রের কোনো একটিও উন্নত নয়। তারা সকলেই অন্যের ওপর নির্ভরশীল। *১০ম পৃষ্ঠার ১ম কলাম*

মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় বিজ্ঞানে

১২ পৃষ্ঠার পর

এমনকি তাদের প্রতিরক্ষা যাদের ওপর নির্ভরশীল তারা সবসময় আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে না'। আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার হিসেবে খ্যাত মাহাথির বলেন, 'নিজেদের ও ধর্ম রক্ষার সামর্থ্য নেই বলেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কারণ তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই। এখন আমরা জানি যে, কোরআন আমাদেরকে ধর্ম এবং নিজেদের রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। আমাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলে চলবে না। আমাদের পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু পড়ার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হয়নি'। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের নিজেদের অস্ত্র নিজেরা তৈরি করতে পারি না, আমাদের সেই যোগ্যতা নেই। কারণ আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব রয়েছে। বিজ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞান আহরণ আমাদের প্রয়োজন'। সমাবর্তনে গ্রাজুয়েটদের মুসলিম বিশ্বের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান মাহাথির। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমানও বক্তব্য দেন। রাষ্ট্রপতি অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'হাজার দুয়ারী আলোকিত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যম হোক শিক্ষা। কুসংস্কার আর অন্ধকার কূপমণ্ডুকতায় আবিষ্ট বদ্ধঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা। যা কিছু সংকীর্ণ, শিক্ষা আমাদের শেখাবে তা পরিহার করতে। যা কিছু সাম্প্রদায়িক শিক্ষা তা বিকার বলে সবার কাছে প্রতিভাত করবে'।

দৈনিক পূর্বকোণ
প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী
রবিবার ১৬ মার্চ ২০১৪

page-1

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন

ইউআইটিএস'র সমাবর্তন

মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে : মাহাথির

বিদেশি শক্তিগুলোর কবল থেকে নিজেদের রক্ষায় মুসলিম বিশ্বকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মুহাম্মদ।

তিনি বলেছেন, "আমাদের (মুসলিম বিশ্ব) বিশ্ব জয় করার আকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু নিজেদের ও ধর্ম রক্ষার অধিকার আছে। মুসলমানরা তাদের রাষ্ট্র থেকে অ-মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? কারণ উন্নত মুসলিম সমাজ গড়তে যে জ্ঞান প্রয়োজন সেটা থেকে আমরা পিছিয়ে আছি।

"যুদ্ধের ঘোড়া, তরবারি এবং তীর-ধনকু দিয়ে নিজেদের এখন রক্ষা করা যাবে না। আমাদের দরকার যুদ্ধ জাহাজ, রকেট, সাবমেরিন যেগুলোর জন্য দরকার প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান। জ্ঞানের এই শাখাগুলো অবহেলার কারণে মুসলিম বিশ্বকে রক্ষায় এসব অস্ত্র ● ৯ম পৃষ্ঠার ৭ম কঃ

দৈনিক পূর্বকোণ

মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় বিজ্ঞানে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

আমরা তৈরি করতে পারছি না।"

গতকাল শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) সমাবর্তনে এসব কথা বলেন তিনি।

মাহাথির বলেন, "আজ মুসলমানরা এবং মুসলিম দেশগুলো ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আছে। বিদেশি শক্তি এসব দেশগুলো দখল করে আছে। দেশগুলোর সাধারণ মানুষ হত্যা এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, মুসলিম রাষ্ট্র বলে দাবিদার ৫০টিরও বেশি রাষ্ট্রের কোনো একটিও উন্নত নয়। তারা সকলেই অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি তাদের প্রতিরক্ষা যাদের ওপর নির্ভরশীল তারা সবসময় আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে না।" আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার হিসেবে খ্যাত মাহাথির বলেন, "নিজেদের ও ধর্ম রক্ষার সামর্থ্য নেই বলেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কারণ তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই। এখন আমরা জানি যে, কোরআন আমাদেরকে ধর্ম এবং নিজেদের রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

"আমাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলে চলবে না। আমাদের পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু পড়ার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হয়নি।"

তিনি আরো বলেন, "আমাদের নিজেদের অস্ত্র নিজেরা তৈরি করতে পারি না, আমাদের সেই যোগ্যতা নেই। কারণ আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব রয়েছে। বিজ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞান আহরণ আমাদের প্রয়োজন।" সমাবর্তনে গ্রাজুয়েটদের মুসলিম বিশ্বের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানান মাহাথির। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভিসি ড.মোহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভিসি একে এম সাইফুল ইসলাম খান বক্তব্য রাখেন। ইউআইটিএস'র ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর এ এম শরীফ এবং প্রফেসর আফজাল আহমেদ।

রাষ্ট্রপতি অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "হাজার দুয়ারী আলোকিত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যম হোক শিক্ষা। কুসংস্কার আর অন্ধকার কূপমণ্ডুকতায় আবিষ্ট বদ্ধঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা। যা কিছু সংকীর্ণ, শিক্ষা আমাদের শেখাবে তা পরিহার করতে। যা কিছু সাম্প্রদায়িক শিক্ষা তা বিকার বলে সবার কাছে প্রতিভাত করবে।" রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভাল ফলাফলের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বর্ণ পদক গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি গ্রাজুয়েটদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ হিসেবে উলেখ করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। এ উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেকর্ড করে যাচ্ছে। ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই এখন বাংলাদেশ। তবে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে হবে।

সূফি মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা, বিদ্যার সঙ্গে বিনয়, কর্মের সঙ্গে নিষ্ঠা, জীবনের সঙ্গে মূল্যবোধ, মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে প্রকৃতপক্ষে সেই শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। মানুষের মতো এত মহীয়ান, এত শক্তিমান আর কোনও সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। তাই মানবসন্তানদের মধ্যে লুকানো অমৃত শক্তিকে জাগ্রত করে, মানবীয় গুণাবলিতে বলীয়ান মানবসন্তানদের নিজ শক্তিতে দাঁড়িয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর মানসে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় আলোকিত মানুষ তৈরিতে ব্রতী। তিনি বলেন, যারা ডিগ্রি নিয়েছে, তারা সমাজে আলো ছড়াবে।

সুপ্রভাত বাংলাদেশ
THE DAILY SUPROBHAT BANGLADESH

First Page, Date- 16 March 2014

ইউআইটিএস এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ড. মাহাথির মোহাম্মদকে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ » বিডিনিউজ

ইউআইটিএস এর সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্রদের সুযোগ বাড়াতে হবে

সুপ্রভাত রিপোর্ট »

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

তিনি বলেছেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ব্যয়বহুল বিধায় এখানে সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রেণির ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না। তাদের শিক্ষার জন্য বৃত্তিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে।'

গতকাল শনিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তনে একথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

আবদুল হামিদ বলেন, 'কেবল বিত্তবান ঘরের সন্তান নয়, দরিদ্র ঘরের সন্তানরাও যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় সে বিষয়টি সুবিবেচনার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।'

অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'হাজার দুয়ারী আলোকিত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যম হোক শিক্ষা। কুসংস্কার আর অন্ধকার কূপমণ্ডুকতায় আবিষ্ট বদ্ধঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা। যা কিছু সংকীর্ণ, শিক্ষা আমাদের শেখাবে তা পরিহার করতে। যা কিছু সাম্প্রদায়িক শিক্ষা তা বিকার বলে সবার ► *২য় পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ কলাম*

First Page

নির্বাচন ও ফল বর্জন সমাধান নয় : মাহাথির

সুপ্রভাত রিপোর্ট »

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, নির্বাচন ও ফলাফল বর্জন কোনো সমাধান নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্যও কল্যাণকর নয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই নিজস্ব অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা উচিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এসব কথা বলেন মাহাথির মোহাম্মদ। গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ▶ *২য় পৃষ্ঠার ২য় কলাম*

Continued from page-1

সংবাদ সুপ্রভাত বাংলাদেশ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্রদের

▶ ১ম পৃষ্ঠার পর

কাছে প্রতিভাত করবে।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। মানুষে মানুষে সম্মিলন ঘটানোর শিক্ষাই আমরা চাই।'

মাহাথির মুহাম্মদকে স্বাগত জানিয়ে আবদুল হামিদ বলেন, 'আপনার উপস্থিতি আমাদের সম্মানিত করেছে। আমি মনে করি এই উপস্থিতি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছে।'

শ্রম বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে আবদুল হামিদ বলেন, 'মানসম্মত শিক্ষা এখন সময়ের দাবি। শ্রম বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে।'

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষার্থীদের পেশাভিত্তিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। চাহিদাভিত্তিক ও কর্মনির্ভর শিক্ষা এ যুগে একান্তভাবে প্রয়োজন।'

তিনি বলেন, 'ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এ উপমহাদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিরূপ দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলার বিদ্যাপীঠ শুধু বিদ্যার সঞ্চার নয়, বিদ্যার গৌরবেও ছিল খ্যাতিমান। পণ্ডিত শীলভদ্রের মতো শিক্ষক ছিলেন এসব প্রতিষ্ঠানে।'

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, 'বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, সৃষ্টির পরম আনন্দে সকলকে চিত্রসম্পদ দান করার দায়িত্বজ্ঞান ছিল সব শিক্ষকের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এ বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।'

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে সমাবর্তনের গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আবদুল হামিদ বলেন, 'তোমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের এই সমাবর্তন একদিকে যেমন তোমাদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তেমনি দায়িত্বও অর্পণ করছে।'

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউআইটিএস-এর ট্রাস্টি বোর্ড ও দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভিসি এ কে এম সাইফুল ইসলাম খান।

মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, 'বিজ্ঞানে জ্ঞান না থাকায় মুসলিমরা পিছিয়ে আছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় তাই এগিয়ে আসতে হবে। আত্মউন্নয়ন ও উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে নিজেকে, জাতিকে এগিয়ে নিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির যত বেশি বিস্তার ঘটবে সমাজ ও দেশ ততো বেশি উন্নত হবে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি ইউআইটিএস কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। এ উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেকর্ড করে যাচ্ছে। ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই এখন বাংলাদেশ। তবে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে হবে।'

সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, 'শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা, বিদ্যার সঙ্গে বিনয়, কর্মের সঙ্গে নিষ্ঠা, জীবনের সঙ্গে মূল্যবোধ, মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে প্রকৃতপক্ষে সেই-শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। মানুষের মতো এত মহীয়ান, এত শক্তিমান আর কোনো সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। তাই মানবসন্তানদের মধ্যে লুকানো অমৃত শক্তিকে জাগ্রত করে, মানবীয় গুণাবলীতে বলীয়ান মানবসন্তানদের নিজ শক্তিতে দাঁড়িয়ে অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছানোর মানসে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় আলোকিত মানুষ তৈরিতে ব্রতী। যারা ডিগ্রি নিয়েছেন, তারা সমাজে আলো ছড়াবেন।'

অনুষ্ঠানে ইউআইটিএস'র ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর এ এম শরীফ এবং প্রফেসর আফজাল আহমেদ।

সমাবর্তনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে স্নাতকে ৩ হাজার ৬৮৬ জন শিক্ষার্থী ও স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী ২ হাজার ৩৯৫ জন শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভাল ফলাফলের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।

NEWAGE

Date- 16 March 2014, Page- 1

Prime minister Sheikh Hasina talks to the visiting former prime minister of Malaysia Mahathir Bin Mohamad in Dhaka on Saturday. — New Age photo

Continued Next Page →

Continued

Mahathir urges Muslims to be more focused on technology

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

VISITING former prime minister of Malaysia Mahathir Bin Mohamad on Saturday said the Muslim world should be enriched with knowledge of science and technology to protect themselves, not to conquer the world.

'We need knowledge, if we want to defend ourselves. Muslims don't want to be aggressive. We have no ambition to conquer the world but we have the right to defend ourselves and our religion,' he said while speaking as the convocation speaker at the second convocation of University of Information Technology and Sciences in Dhaka.

President Abdul Hamid, also chancellor of the university, presided over the convocation ceremony held at Bangabandhu International Conference Center in the city.

Continued on page 4 Col. 1

Mahathir urges Muslims

Continued from page 1

Mahathir, popularly known as architect of the modern Malaysia, said presently the Muslims and their countries were in a terrible state; they are occupied by foreigners; they are attacked and invaded.

'This is because we have no capacity to invent, to design and to produce our own weapons. We don't have ability as we haven't pursued the knowledge of technology and science. We need knowledge in all fields of science,' he said.

'And today,' he said, 'it is even more important because we can communicate with any part of the world by dint of information and technology.'

Mentioning that over the 500 years the Muslim ummah neglected this field of knowledge, Mahathir said, 'It is true that we must know our religion. But it is not true that we should only focus on the study of our religion. We are asked to read (iqra). There was nothing specific what to read.'

Mahathir said, 'We see Muslims are migrating from Muslim countries to non-Muslim countries. Why is that so? This is because we lag behind in that kind of knowledge which could help us build a better society.'

To the new graduates, he said, 'We wish you will not only better your own lot but also work for building a great Muslim nation.'

Education minister Nurul Islam Nahid, UITS board of trustees chairman Sufi Mohamed Mizanur Rahman Chowdhury and UITS VC Mohammad Samad spoke on the occasion.

The
Financial Express
Internet: http://www.fe-bd.com
Sunday, March 16, 2014

first page.

President Md Abdul Hamid presenting a crest to visiting former Prime Minister of Malaysia Dr Mahathir Bin Mohamad at the 2nd convocation of University of Information Technology and Sciences (UITS) at BICC in the city Saturday. Story on Page 1 — PID

Mahathir meets PM, lauds BD progress

Former Prime Minister of Malaysia Dr Mahathir Mohamad highly praised on Saturday the recent development activities in Bangladesh during the AL-led government, reports UNB.

Dr Mahathir came up with his observations when he met Prime Minister Sheikh Hasina at her official residence Ganobhaban.

PM's special assistant Mahbubul Hoque Shakil briefed reporters after the

Continued to page 2 Col. 4

Continued from page-1

Mahathir meets PM

Continued from page 1 col. 3

meeting.

He said Dr Mahathir praised the infrastructural development of Bangladesh in recent times.

Prime Minister Sheikh Hasina said the present government laid emphasis on the overall development of the whole country, not only the capital city. "We've put emphasis on development of the rural economy bringing down the migration rate of people from rural areas to urban areas," she said.

In this connection, the Prime Minister said the government stressed the importance of development of rural education, health, communication and infrastructural development, and has taken huge projects in this regard.

Hasina said the government has also provided internet facilities to rural areas.

PM's son eminent IT specialist Sajeeb Wazed Joy, PM's adviser Gowher Rizvi and state minister for Foreign Affairs Shahriar Alam were, among others, present during the meeting.

Wife of Dr Mahathir Mohamad Dr Siti Hasmah bt Hj Mohd Ali, Mazli Bin Mazlan and Malaysian High Commissioner in Dhaka Norlin Othman were also present.

Earlier, while speaking as the convocation speaker at second convocation of University of Information Technology and Sciences (UITS) in the city, Dr Mahathir Bin Mohamad said Saturday the Muslim world should be enriched with knowledge of science and technology to protect themselves, not to conquer the world.

"We need knowledge, if we want to defend ourselves. Muslims don't want to be aggressive, we have no ambition to conquer the world but we have the right to defend ourselves and our religion," he said.

President Abdul Hamid, also the chancellor of the university, presided over the convocation ceremony held at Bangabandhu International Conference Centre.

Mahathir, popularly known as architect of the modern Malaysia, said presently the Muslims and their countries are in terrible state, they are occupied by foreigners, they are attacked and invaded.

"This is because we have no capacity to invent, to design and to produce our own weapons. We don't have ability as we haven't pursued the knowledge of technology and science. We need knowledge in all fields of science," he said.

And today, he said "it is even more important because we can communicate any party of world with the presence of information created by information and technology."

Mentioning that over the 500 years the Muslim ummah has neglected this field of knowledge, Mahathir said "It is true that we must know our religion. But it is not true that we should only focus on the study of our religion. We are asked to read (Iqra). There was nothing specific what to read."

DHAKA TRIBUNE News Sunday, March 16, 2014

Page - 1

BANGLAR CHOKH

Prime Minister Sheikh Hasina greets former Malaysian prime minister Mahathir Bin Mohamad when he arrived at Ganabhaban in the capital yesterday

Continued Next Page.

Continued

Mahathir: Wait until next polls

Sheikh Shahariar Zaman

Either boycotting or rejecting election will not help the democratic process to work, the visiting former Malaysian prime minister Mahathir Mohammad said yesterday.

"If you boycott election, you reject the results and you question everything, then it will not work at all," Mahathir, who led government in Malaysia for 22 years, told a press conference.

The Malaysian leader arrived in Dhaka on Saturday to attend the 2nd convocation of University of Information Technology and Sciences (UITS) held at the Bangabandhu International Conference Centre.

"There is a need for us to accept that the system is not meant for us to win, it's meant for the nation to win," Mahathir said.

Whoever gets the support of the people for the next five years, others have to let that person or that party rule the country, he said.

"If you question that, if you take to the streets, then when you win and set up the government, the same thing will happen and what you will get is of course anarchy and inability to be stable and without stability you can never develop the country.

"So, we need to wait until the next election before you begin to change the government. But, if you take to the streets, then there will be no government," Mahathir said.

About the manpower situation in Malaysia he said, "We have problems not only with Bangladesh, we have problems with Indonesia, with many other countries in the region."

Malaysia has three million foreign workers and it needs to regulate them and wanted to reduce their number.

"It's not easy to manage them because they are of different nationalities. Some of them are not quite good people, some of them indulge in

>> PAGE 2 COLUMN 1

Mahathir: Wait until next polls

<< PAGE 1 COLUMN 6

crimes and things like that," he said.

Bangladesh and Malaysia have government-to-government arrangement to send workers to Kuala Lumpur, but the process is very slow as only 3,000 people could go in the last one year as per the agreement.

At the convocation, President Abdul Hamid awarded six gold medalists

theindependent

Date- 16 March 2014, Page- Last

President Abdul Hamid hands over a crest to former Malaysian Prime Minister Mahathir bin Mohamad during the convocation of the University of Information Technology and Sciences held in the capital's Bangabandhu International Conference Centre yesterday. **STORY ON PAGE 20**

PID PHOTO

theindependent

Date-16 March 2014, Page-Last

Mahathir urges Muslims to turn to science and technology

Former Prime Minister of Malaysia Dr. Mahathir Bin Mohamad yesterday said that the Muslim world should have better knowledge in science and technology to protect themselves from the aggressors of the world, reports UNB.

"Today the Muslims and their countries are in terrible state. They are being occupied by foreigners, they are attacked and invaded," he said.

He was speaking at the second convocation of University of Information Technology and Sciences (UITS) as convocation speaker at Bangabandhu International Conference Center in the city.

President Abdul Hamid, also the chancellor of the university, presided over the convocation ceremony.

Nearly 6,000 students were conferred graduate and post graduate degrees from different disciplines while six students received gold medals for their outstanding academic results.

He went on "We need knowledge if we want to defend ourselves. Muslims don't want to be aggressive. We have no ambition to conquer the world but we have the right to defend ourselves and our religion."

Mentioning that over the 500 years the Muslim Ummah has neglected this field of knowledge, Mahathir said that "It is true that we must know our religion. But it is not true that we should only focus on the study of our religion."

Education Minister Nurul Islam Nahid, UITS board of trustees chairman Sufi Mohamed Mizanur Rahman Chowdhury and UITS VC Dr Mohammad Samad spoke on the occasion.

Meanwhile Dr Mahathir Mohamad highly praised the recent development activities in Bangladesh during the AL-led government.

Dr Mahathir came up with his observations when he met Prime Minister Sheikh Hasina at her official residence Ganobhaban.

PM's special assistant Mahbubul Hoque Shakil briefed reporters after the meeting.